



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের হিসাব সম্পর্কিত
কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৩৫/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের হিসাব সম্পর্কিত
কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৩৫/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
০১	মুখবন্ধ	i
অধ্যায়-০১		
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	০৩-০৪
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৫
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৭
অধ্যায়-০২		
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-২৬
দ্বিতীয় অংশ		
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৯-৪৭

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কার্যক্রমের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

বঙ্গাব্দ
তারিখ: ৩২/৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ বুকের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

স্বাধীনতা উত্তরকালে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবিন্যস্ত বন্দর ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরীভিত্তিতে যোগান দেওয়া এবং ন্যায্য মূল্যে ভোগ্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। টিসিবি সরকারি নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া সরকারি নির্দেশের আলোকে আমদানিকৃত পণ্য দ্রব্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় ও সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এ উদ্দেশ্যে ডিলার নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে কার্য পরিচালনা করা টিসিবির কাজ। শুরুতে এ সংস্থা প্রধানত আমদানি কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তীকালে এ প্রতিষ্ঠান আমদানির সাথে সাথে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও কিছু ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্য যেমন- ভোজ্য তেল, চিনি, মশুর ডাল এবং রমজান উপলক্ষ্যে ছোলা ও খেজুর আমদানি/স্থানীয় ক্রয় এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ডিলারদের দ্বারা সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয় করে থাকে। এছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত যে কোনো পণ্য আমদানি/ক্রয়ের মাধ্যমে টিসিবি তা ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয় করে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

টিসিবির জনবলের সংক্ষিপ্তসার (Summary of Employees)

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ (জন)	কর্মরত সংখ্যা (জন)	বর্তমানে শূন্য পদ (জন)
প্রথম শ্রেণি	৭০	৬৬	৪
দ্বিতীয় শ্রেণি	০১	০১	-
তৃতীয় শ্রেণি	১০১	৮১	২০
চতুর্থ শ্রেণি	১০৩	১০৩	-
মোট	২৭৫	২৫১	২৪

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

- সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রণীত নীতিমালা অনুসারে বিশ্বের যে কোন দেশ হতে মালামাল, পণ্য-সামগ্রী, উপাদান ও পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানির ব্যবসা পরিচালনা করা;
- তৎকর্তৃক [“স্থানীয়ভাবে ক্রয়”] বা আমদানিকৃত মালামাল, পণ্যদ্রব্য, উপাদান, পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনার সাপেক্ষে ডিলার, এজেন্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে নিয়োগ করা।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

- আর্থিক বিধি-বিধান ও মানদণ্ড অনুসরণপূর্বক বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- পণ্য আমদানি ও স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ আমদানি নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- ভোগ্য পণ্য ক্রয় ও আমদানির ক্ষেত্রে সঠিকভাবে চাহিদা বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- পণ্যের মজুদ ও বিপণন যথাযথ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পরিপালিত হয় কিনা তা যাচাই করা;
- প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ, দায়-দেনা সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

- আমদানি ও স্থানীয় ক্রয় কার্যক্রম;
- পণ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও বিপণন কার্যক্রম;
- মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
- বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যক্রম;
- স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম।

অডিটের কৌশল :

- ব্যয়ের মঞ্জুর, কাগজপত্র পরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনা;
- বাস্তব যাচাই, ঘটনা সমীক্ষা, কাজ সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ।

অডিটের সময়কাল :

১২/০৯/২০২১খ্রি. হতে ১৫/১২/২০২১ খ্রি.।

নিবাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত কার্যক্রমের ওপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এই অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

অডিটকালীন বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধিবিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধিবিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৬টি অনুচ্ছেদ উত্থাপিত হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৯৭,০৬,৭৮,৩২৩ (দুইশত সাতানব্বই কোটি ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত তেইশ) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করা।
- গুদামে রক্ষিত পণ্য আত্মসাৎ।
- অনাদায়ী অর্থ আদায় না হওয়া।
- উদ্ভূত অর্থ সরকারি তহবিলে জমা না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

TCB	Trading Corporation of Bangladesh
FDR	Fixed Deposit Receipt
LTR	Loan Against Trust Receipts
LC	Letter of Credit
TSC	Technical Sub Committee

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	গুদামে রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মূল্য বাবদ আত্মসাৎ	২,৫৪,৮১,৩৩৪
২	বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	১২,৬৮,৬৩,৯৫৫
৩	সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক তহবিলের উদ্ধৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে সংস্থার তহবিলে জমা রাখায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৯০,৭৫,৯৬,৮০২
৪	স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল গ্রহণ না করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়	১,৮৯,৮০,৪০৫
৫	সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪
৬	কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি	৩৯,২০,৪৭৩
সর্বমোট =		২৯৭,০৬,৭৮,৩২৩
(কথায়: দুইশত সাতানব্বই কোটি ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত তেইশ টাকা)		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১

শিরোনাম : গুদামে রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মূল্য বাবদ ২,৫৪,৮১,৩৩৪ (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত চৌত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গুদামে রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য যার মূল্য বাবদ ২,৫৪,৮১,৩৩৪ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় প্রধান কার্যালয়ের যাচাই প্রতিবেদন, ডিও রেজিস্টার, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুরের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে বিভিন্ন পণ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যার পরিমাণ- চিনি ২.৫৫০ মে. টন, মশুর ডাল ৭৬.৯৫০ মে. টন, সয়াবিন তেল ১,০৩,৯৯৭ লিটার, ছোলা ৮৪.৭৫০ মে. টন এবং পেঁয়াজ ৭৯.২৫৪ মে. টন এবং যার আর্থিক মূল্য ২,৫৪,৮১,৩৩৪ টাকা।

টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুরে নিয়োজিত গুদাম কর্মকর্তার একক স্বাক্ষরে ২৬৭টি ডিও ইস্যু করা হয় এবং পণ্য বরাদ্দপত্র গুলোতে গুদাম কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিল তবে, অফিস প্রধানের স্বাক্ষরে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাক্ষরবিহীন ৬৮টি ডিও পাওয়া যায়। তাছাড়া ডিও রেজিস্টারে এন্ট্রিকৃত ও বাস্তবে প্রাপ্ত ডিও রেজিস্টারে এন্ট্রিকৃত ও বাস্তবে প্রাপ্ত ডিও তে উল্লিখিত পণ্যের পরিমাণ ও বিক্রিত পণ্যের মূল্যের সাথে ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ও মাসিক প্রতিবেদনের সাথে মিল পাওয়া যায়নি। টিসিবি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট এর ক্রমিক নং-২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পণ্য গ্রহণ, বিতরণ, আর্থিক সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার এবং ডিও (ডেলিভারি অর্ডার) রেজিস্টার ইত্যাদি আপডেট করার নির্দেশনা ছিল। ক্রমিক নং ৫ অনুযায়ী ডিও রেজিস্টারে ২৮৬৩টি ডিও এন্ট্রি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ডিও পাওয়া যায় ৩১৯২টি। ফলে ঘাটতিকৃত ডিও এর বিপরীতে ২,৫৪,৮১,৩৩৪ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। টিসিবি'র স্মারক নং ২৫৭, তারিখ: ১৮/১০/২০২০ খ্রি. তারিখের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনেও উক্ত পণ্যের ঘাটতিকে আত্মসাৎ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জিএফআর এর বিধি ১৫৮ মোতাবেক “অফিস প্রধান বা ভাণ্ডারের সাথে যে কোনভাবে জড়িত কোন অফিসার ভাণ্ডারের নিরাপদ হেফাজত, ভাণ্ডারকে ভাল ও যথাযোগ্য অবস্থায় রাখা এবং যে কোন ক্ষতি, ধ্বংস বা বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। বিশেষত মূল্যবান ও দাহ্য ভাণ্ডারের জন্য উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চুরি, দুর্ঘটনা, প্রতারণা কিংবা অন্য কারণে ভাণ্ডারের ক্ষতি প্রতিরোধ এবং যে কোন সময় প্রকৃত স্থিতির সহিত হিসাব বহির স্থিতি পরীক্ষা ও সরবরাহকারী প্রমুখকে অর্থ পরিশোধ সম্ভব করার লক্ষ্যে তিনি তাঁহার দায়িত্বে ন্যস্ত ভাণ্ডারের যথাযোগ্য হিসাব, ভাণ্ডারের বিস্তারিত তালিকা সংরক্ষণ এবং শুদ্ধ রিটার্ন প্রণয়ন করিবেন।”

আলোচ্যক্ষেত্রে জিএফআর এর উক্ত বিধিবিধান পরিপালন এবং ভাণ্ডারের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করায় ২,৫৪,৮১,৩৩৪ টাকার পণ্য আত্মসাৎ হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর এর বিধি ১৫৮ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- টিসিবি'র স্মারক নং ২৫৭, তারিখঃ-১৮/১০/২০২০ খ্রি. এর আলোকে গঠিত বাস্তব যাচাই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর গুদামে নিম্নোক্ত পণ্যের ঘাটতি পাওয়া যায়; চিনি ২.৫৫০ মেঃ টন, মশুর ডাল ৭৬.৯৫০ মে. টন, সয়াবিন তেল ১,০৩,৯৯৭ লি., ছোলা ৮৪.৭৫০ মে. টন ও পেঁয়াজ ৭৯.২৫৪ মে. টন। কমিটি কর্তৃক ঘাটতিকৃত পণ্যের বিষয়ে জনাব মোঃ সুজা উদ্দৌলা সরকার, উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী, (তৎকালীন অফিস প্রধান) এবং জনাব মোঃ মেসবাহুস সালেহিন (তৎকালীন গুদাম কর্মকর্তা) এবং জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন (তৎকালীন দৈনিক ভিত্তিক নিরাপত্তা প্রহরী) এর দায়দায়িত্ব নিরূপণ করা হয়।

- ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয় যে, কমিটি কর্তৃক দায়দায়িত্ব নিরূপণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ঘাটতাকৃত পণ্যের টাকা আদায় করা এবং তাদের বিরুদ্ধে টিসিবি কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৯২ এর আওতায় ও বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে আত্মসাৎ এর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ঘাটতাকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ টাকা অদ্যাবধি আদায় হয়নি।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য ১৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২

শিরোনাম: বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ১২,৬৮,৬৩,৯৫৫ (বারো কোটি আটষটি লক্ষ তেঁষটি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ১২,৬৮,৬৩,৯৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় আর্থিক বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টিসিবি কর্তৃক প্রণীত আর্থিক বিবরণীতে Claims Receivable খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর নিকট মোট পাওনা ১৭,১৭,২৬৮ টাকা, চট্টগ্রাম কাস্টমস এর নিকট মোট পাওনা ২,৮৭,১০,৮০২ টাকা এবং টিসিবি'র বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট মোট পাওনা ১,৭২,১১১ টাকা। অপরদিকে Accounts Receivable খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত Trade Debtors উপখাতে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি'র নিকট ৪,৬৬,৬৮,৪৪২ টাকা, বাংলাদেশ কনজুমার সাল্লাই কর্পোরেশন এর নিকট ১,১৫,৬০,১০১ টাকাসহ মোট পাওনা ৬,৪৮,৯৪,৮০৮ টাকা। Sundry Receivable উপখাতে টিসিবি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা এর নিকট পাওনা ২,৬৭,৪০,৮৭০ টাকা এবং ভাড়া বকেয়া ৮১,৫৫০ টাকাসহ মোট পাওনা ৩,১৩,৭১,৭৬৯ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট:০১)।

বিবিধ দেনাদারের নিকট ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট পাওনার পরিমাণ ১২,৭০,১৭,৪৭৮ টাকা, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট পাওনার পরিমাণ ১২,৭১,৬০,৯৯৮ টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট পাওনার পরিমাণ ১২,৬৮,৬৩,৯৫৫ টাকা। অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিবিধ দেনাদারের নিকট হতে পাওনা অর্থের স্থিতি প্রায় একই রকম রয়েছে।

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর বিধি ৩০ মোতাবেক “পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত সরকারের কোন পাওনা বকেয়া রাখা যাইবে না এবং কোন ক্ষেত্রে পাওনা আদায়যোগ্য না হইলে তাহা সমন্বয়ের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে”

বিবিধ দেনাদারের নিকট হতে পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ঋণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত অর্থসমূহ আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে বিবিধ দেনাদারের নিকট হতে পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ১২,৬৮,৬৩,৯৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

জিএফআর এর বিধি ৩০ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আর্থিক বিবরণীতে Claims Receivable এবং Accounts Receivable খাতে সংস্থার পাওনা দীর্ঘদিনের এবং প্রতিবছর সামান্য সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে Carry Forward হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত খাতসমূহের দাবীর বিপরীতে মানিস্যুট মামলা চলমান রয়েছে।
- ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয় যে, Sundry Receivable এর টাকা জড়িত ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রতিমাসে বেতন হতে আদায় করা হচ্ছে অবশিষ্ট অনাদায় অর্থ আদায়ের বিষয়ে মানিস্যুট মামলা চলমান রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। পাওনা অর্থ আদায়ের বিষয়ে মানিস্যুট মামলা চলমান রয়েছে। প্রমাণকসহ মামলার পরবর্তী অগ্রগতি জানানো প্রয়োজন।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০২/২০২০. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

চলমান মামলা তদারকিসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

শিরোনাম: সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক তহবিলের উদ্ধৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে সংস্থার তহবিলে জমা রাখায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৯০,৭৫,৯৬,৮০২ (একশত নব্বই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত দুই) টাকা।

বিবরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক তহবিলের উদ্ধৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে সংস্থার তহবিলে জমা রাখায় সরকারের ১৯০,৭৫,৯৬,৮০২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় আর্থিক বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণীর ব্যালেন্স শীটে বিভিন্ন ব্যাংকের অনুকূলে FDR হিসেবে জমা ১৯৬,৩৩,২৭,৯৮৯ টাকা এবং Cash and Cash Equivalents হিসেবে জমা ১,৩১,৫৬,০৪৮ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উক্ত এফডিআর বাতিল করে Depreciation Fund হিসেবে ৩৯,১০,৯২,৫৪১ টাকা, Loan Fund হিসেবে ১৬,৮৫,৫২,৯৭১ টাকা এবং নগদ ও ব্যাংক হিসাবে ১১৯,৮৭,৮৩,৫৭৮ টাকা প্রভিশন করে রাখা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে Depreciation Fund হিসেবে ৪১,১৯,৮৮,৪৯৩ টাকা, Loan Fund হিসেবে ১৭,৫৬,৮৪,৫৯২ টাকা এবং নগদ ও ব্যাংক হিসাবে ১৪১,৪১,২১,২৬৪ টাকা প্রভিশন করে রাখা হয়েছে। এতে দেখা যায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ২০০,১৭,৯৪,৩৪৯ টাকা উদ্ধৃত্ত রয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্ধৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০ এর ধারা ০৪(২) অনুযায়ী তফশিলভুক্ত কোনো সংস্থা আপেক্ষিকালীন ব্যয় নির্বাহের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ, যাহা বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) শতাংশের সমপরিমাণ অর্থের অতিরিক্ত হিসাবে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিতে পারিবে। ধারা ০৫ (ক) অনুযায়ী ধারা ৪ এ উল্লিখিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

আলোচ্যক্ষেত্রে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে উদ্ধৃত্ত ২৩১,১৫,০০,০৪৩ টাকা হতে আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের Management Expenses ৩৭,৬৭,৯০,১৮৮ টাকা এবং আপেক্ষিকালীন ব্যয় নির্বাহের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ, যাহা বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের ২৫% (অর্থাৎ Management Expenses এর ২৫%) ৯,৪১,৯৭,৫৪৭ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ১৯০,৭৫,৯৬,৮০২ টাকা টিসিবি কর্তৃক উক্ত আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ১৯০,৭৫,৯৬,৮০২ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০২)।

অনিয়মের কারণ:

স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্ধৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০ এর ধারা ০৪ (২) ও ০৫ (ক) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- টিসিবি'র নিজস্ব আয় দ্বারা যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। টিসিবি'র আয়ের প্রধান উৎস হলো ভবন ভাড়া আয় এবং ব্যাংক আমানতের উপর সুদ আয়। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ভবন ভাড়া আয় কমে গিয়েছে। তাছাড়া ব্যাংক আমানতের উপর সুদ হারও কমে যাওয়ায় টিসিবি'র নিজস্ব আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সরকার হতে কোন বাজেট মঞ্জুরী না পাওয়ায় প্রতিমাসে ৮-১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সংস্থার ব্যালেন্স শীটে ঘাটতি রয়েছে প্রায় ২৬৫,৩৯,৪৯,৫৬৮ টাকা।
- ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয় যে, সরকার হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট মঞ্জুরী না পাওয়ায় বাজেটে ঘাটতি পড়েছে বিধায় সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পেনশন, আনুতোষিক পরিশোধের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড গঠন করা হয়েছে। হাউজ বিল্ডিং ঋণ পরিশোধের জন্য Loan fund এবং প্রতিষ্ঠানের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য employee benevolent fund গঠন করা হয়েছে। উক্ত কারণে নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি কোষাগারে তহবিল জমা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। ৩০শে জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে ব্যালেন্সশীটে ঘাটতি ২৬৫,৩৯,৪৯,৫৬৮ টাকা প্রদর্শন করলেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ট্রেড গ্যাপ বাবদ সরকারের ভর্তুকি হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ LTR বাবদ ৬১৮,৯৮,৮৪,৯৭১ টাকা অর্থাৎ LC (Letter of Credit) এর ঋণ পরিশোধ করা হলে উক্ত ঘাটতি হ্রাস পেয়ে উদ্বৃত্ত হবে। তাছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে Depreciation Fund হিসেবে ৪১,১৯,৮৮,৪৯৩ টাকা, Loan Fund হিসেবে ১৭,৫৬,৮৪,৫৯২ টাকা এবং নগদ ও ব্যাংক হিসাবে ১৪১,৪১,২১,২৬৪ টাকা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে FDR হিসেবে জমা রাখা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০২/২০২০. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪

শিরোনাম: স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল গ্রহণ না করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,৮৯,৮০,৪০৫ (এক কোটি ঊনব্বই লক্ষ আশি হাজার চারশত পাঁচ) টাকা।

বিবরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন “Construction of 10th & 11th floor of TCB Bhaban at Kawran Bazar প্রকল্প” এর ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল গ্রহণ না করে বিল পরিশোধ করায় ১,৮৯,৮০,৪০৫ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ডিপিপি, চুক্তিপত্র, টেকনিক্যাল সাব কমিটির প্রতিবেদন, বিল এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Construction of 10th & 11th floor of TCB Bhaban at Kawran Bazar প্রকল্পে Supply & Installation of Sprinkler and Fire Fighting System and Steel Stair, Fire Door and Sub-station নির্মাণ কাজের জন্য M/s. Rangpur Metal Industries Limited এর সাথে ০৭-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখে চুক্তি করা হয়। যার চুক্তিমূল্য ২,১৫,৯৫,৭৮০ টাকা এবং পরিশোধ মূল্য ১,৮৯,৮০,৪০৫ টাকা।

দরপত্রের Bill of Quantity (BOQ) অনুসারে Sprinkler System and Fire Alarm System এবং Fire Fighting System এই দুইটি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের স্পেসিফিকেশনে কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন ইউএসএ/ইউকে/জাপান/ইটালি বা ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক অনুমোদিত সমমানের হতে হবে। অপরদিকে Steel Stair, Fire Door and Sub-station Repair Works সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মালামালের স্পেসিফিকেশনে কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন থাইল্যান্ড/ইন্ডিয়া বা ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক অনুমোদিত সমমানের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী চুক্তিপত্রের ক্রমিক ০২(F) এ The Technical Specification (অর্থাৎ BOQ তে উল্লিখিত Specification অনুযায়ী), ০২(G) তে The General Specification এবং ০২(H) এ The Drawing অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু সরবরাহকৃত মেশিনারিজের সাথে সিডিউলে উল্লিখিত ব্র্যান্ড এবং Country of Origin এর সমর্থনে কোনো Commercial Invoice এবং Bill of lading না থাকায় মালামালের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বা সমমানের কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য Technical Sub-Committee (TSC) এর নিকট সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। উক্ত কমিটি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ব্র্যান্ড এবং Country of Origin অনুযায়ী দরপত্র সিডিউলের Specification মোতাবেক মালামাল গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু সুপারিশে তা কোন ব্র্যান্ড বা কোন দেশের তা উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া মেশিনারিজের গায়ে কোন দেশের অরিজিন তা খোদাই করে লেখা নেই।

আলোচ্যক্ষেত্রে সম্পাদিত কাজে ব্যবহৃত মালামালের স্পেসিফিকেশনে কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন এর সমর্থনে কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ডিপিপিতে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন অনুযায়ী মালামাল গ্রহণ এবং Technical Sub-Committee (TSC) কর্তৃক দরদাতা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ব্র্যান্ড এবং Country of Origin অনুযায়ী দরপত্র সিডিউলের Specification মোতাবেক মালামাল গ্রহণের সমর্থনে প্রমাণক ব্যতিরেকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে ১,৮৯,৮০,৪০৫ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

চুক্তিপত্রের ক্রমিক নং-০২ এর F, G, H শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- দরদাতা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত ব্র্যান্ড Country of Origin অনুযায়ী দরপত্র সিডিউলের Specification মোতাবেক মালামাল গ্রহণ করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লিখিত কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে মালামালের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Fire Pump, ফায়ার ডোর ও অন্যান্য মালামালের ক্যাটালগ এবং শিপমেন্টের যাবতীয় কাগজপত্রাদি প্রদান করা হলো।
- ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয় যে, উল্লিখিত কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে মালামালের স্পেসিফিকেশনে কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন অনুযায়ী মালামাল গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মালামালের গায়ে কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন এর স্টিকার লাগানো রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। মালামালের ক্যাটালগ এবং কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন এক বিষয় নয়। চুক্তিপত্রের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে মালামাল সংগ্রহের সমর্থনে কাঙ্ক্ষি অব অরিজিন উল্লেখপূর্বক ইনভয়েস বা চালান থাকা আবশ্যিক। Specification অনুযায়ী মালামাল গ্রহণের সপক্ষে কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০২/২০২০. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫

শিরোনাম: সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪ (আটাত্তিশ কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত চুয়ান্ন) টাকা।

বিবরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নথি, অর্থ আইন, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টিসিবি কর্তৃক ক্রয়কৃত ভোগ্য পণ্যের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট কর্তন ব্যতিরেকে সরবরাহকারীকে ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫৪৭,৬৪,৭৫,৭৬২ টাকা ও ৬৩৬,১৩,২৮,৯৬৪ টাকাসহ সর্বমোট (৫৪৭,৬৪,৭৫,৭৬২ + ৬৩৬,১৩,২৮,৯৬৪) = ১১৮৩,৭৮,০৪,৭২৬ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিলের বিপরীতে প্রযোজ্য উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশেষ আদেশ নং-১৬/মূসক/২০১০, তারিখ: ০৫/১০/২০১০ খ্রি. এর নির্দেশনায় বলা হয় “কেবলমাত্র ক্রেতাসাধারণের নিকট স্বল্পমূল্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক স্থানীয় বাজার হতে দরপত্রের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি ক্রয় বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যোগানদার পর্যায়ে প্রযোজ্য উৎসে কর্তনযোগ্য ৪% মূল্য সংযোজন কর এবং আলোচ্য পণ্যাদি মনোনীত ডিলারদের নিকট বিপণন এবং ডিলার কর্তৃক ভোক্তার নিকট বিক্রয় পর্যায়ে ২% হারে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর হইতে মওকুফ করিল”। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী টিসিবি কর্তৃক সরবরাহকারীর বিল হতে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হবে না মর্মে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং সে অনুযায়ী সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি করা হয় এবং চুক্তিতে সরবরাহকারীর বিল হতে ভ্যাট কর্তন হবে না মর্মে শর্ত রাখা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং ১৭০-আইন/২০১৯/২৭-মূসক, তারিখ: ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত আদেশ, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ রহিত করা হয়েছে যা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। সুতরাং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য অর্থ আইন, ২০১৯ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-১৫ এর অধীন জারীকৃত তৃতীয় তফসিলে ক্রমিক ২১ এ উল্লিখিত যোগানদার সেবার উপর সরবরাহকারীর বিল হতে ৭.৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিশোধিত ৫৪৭,৬৪,৭৫,৭৬২ টাকার বিলের কর্তনযোগ্য উৎসে ভ্যাটের পরিমাণ (৫৪৭,৬৪,৭৫,৭৬২ X ৭.৫%) = ৪১,০৭,৩৫,৬৮২.১৭ টাকা। অনুরূপভাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং ১৪৯-আইন/২০২০/১১০-মূসক, তারিখ: ১১/০৬/২০২০ খ্রিঃ অনুসারে সরবরাহকারীর বিল হতে ৭.৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিশোধিত ৬৩৬,১৩,২৮,৯৬৪ টাকার বিলের কর্তনযোগ্য উৎসে ভ্যাটের পরিমাণ (৬৩৬,১৩,২৮,৯৬৪ X ৭.৫%) = ৪৭,৭০,৯৯,৬৭২.৩৬ টাকা।

আলোচ্যক্ষেত্রে, উল্লিখিত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে দুই (০২) অর্থবছরে সরবরাহকারীকে পরিশোধিত ১১৮৩,৭৮,০৪,৭২৭ টাকার বিলের উপর ৭.৫% হারে সর্বমোট (১১৮৩,৭৮,০৪,৭২৬ X ৭.৫%) = ৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪ টাকা কর্তনযোগ্য উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে সরকারের ৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০১)।

অনিয়মের কারণ :

- অর্থ আইন, ২০১৯ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-১৫ এর অধীন জারীকৃত তৃতীয় তফসিলে ক্রমিক ২১ লঙ্ঘন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং ১৪৯-আইন/২০২০/১১০-মূসক, তাং ১১/০৬/২০২০ খ্রিঃ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- টিসিবি কর্তৃক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এবং স্বল্পমূল্যে ক্রেতাসাধারণের নিকট পৌঁছানোর জন্য প্রতিবছর কেবল মাত্র ৩৮,০০০ মে. টন পাম অয়েল/সয়াবিন, চিনি ৩৮,০০০ মে.টন, ১০,০০০ মে.টন মশুর ডাল, ৭৫০ মে.টন ছোলা, ৭৫০ মে.টন পেঁয়াজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যোগানদার পর্যায়ে ৪% মূল্য সংযোজন কর কর্তন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশেষ আদেশ নং-১৬/মূসক/২০১০, তারিখ: ০৫/১০/২০১০ খ্রি. পত্র জারি করে। তৎপ্রেক্ষিতে, টিসিবি অদ্যাবধি এ সকল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ভ্যাট মওকুফ সীমার মধ্যে ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান করার সময় দরপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, টিসিবিকে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন হতে অব্যাহতি রয়েছে এবং ভ্যাট কর্তন করা হবে না। শুধুমাত্র অগ্রিম আয়কর কর্তন করা হবে। সেভাবেই দরদাতাগণ দর দাখিল করে এবং সেভাবেই চুক্তি সম্পাদন হয়। তাই চুক্তির শর্ত মোতাবেক অগ্রিম আয়কর কর্তন করে বিল প্রদান করা হয় এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক মূসক কর্তনের কোন সুযোগ না থাকায় তা কর্তন করা হয় নাই। এই সীমার বাইরে পণ্য সমূহের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের সময় ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর কর্তন করা হবে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় এবং সেভাবেই দর দাখিল করে এবং চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করার পর ক্রয় মূল্যের সাথে বিক্রয় মূল্যের যে পার্থক্য হয় তা সরকারের নিকট হতে ভর্তুকি গ্রহণ করা হয়। ভ্যাটসহ দর চাওয়া হলে পণ্যের ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পেতো এবং তুলনামূলক বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হতো অথবা সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতো।
- ২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশেষ আদেশ নং-১৬/মূসক/২০১০, তারিখ: ০৫/১০/২০১০ এর পর হতে সরকারের নির্দেশনার টিসিবি কর্তৃক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এবং স্বল্পমূল্যে ক্রেতা সাধারণের নিকট পৌঁছানোর জন্য টিসিবি বিধিমোতাবেক পণ্য ক্রয় করেছে। যদিও পরবর্তীতে সরকার বিভিন্ন সময় মূসকের হার পরিবর্তন করেছে। তবে যেহেতু আদেশের বছর মূসকের পরিমাণ ৪% ছিল এবং আদেশে তাই উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে মূসকের পরিমাণ পরিবর্তন হলেও যেহেতু আদেশের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য হতে ভ্যাট কর্তন না করে তুলনামূলক স্বল্প মূল্যে টিসিবি কর্তৃক পণ্য বিক্রয় করার এবং টিসিবি সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পণ্য ক্রয় করে স্বল্প মূল্যে পণ্য বিক্রয় করেছে।
- ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয় যে, পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এবং স্বল্পমূল্যে ক্রেতাদের নিকট পণ্য পৌঁছানোর লক্ষ্যে ভ্যাট কর্তন না করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং ১৭০-আইন/২০১৯/২৭-মূসক, তারিখ: ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত আদেশ, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এতদ্বারা রহিত করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। সুতরাং এ আদেশ মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশেষ আদেশ নং-১৬/মূসক/২০১০, তারিখ: ০৫/১০/২০১০ খ্রি. রহিত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট অব্যাহতির কোন সুযোগ নেই। যোগানদার সেবার উপর সরবরাহকারীর বিল হতে ৭.৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য ১৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৬

শিরোনাম: কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩৯,২০,৪৭৩ (উনচল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার চারশত তিয়াত্তর) টাকা।

বিবরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় ৩৯,২০,৪৭৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নথি, মাসিক প্রতিবেদন, অর্থ আইন, ২০২০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে টিসিবি'র বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক ভোগ্য পণ্য বিক্রয়ের উপর বিক্রিত পণ্যের মোট মূল্য $\times ৫\% \times ৫\%$ হারে অর্থাৎ ০.২৫% হিসেবে ডিলারদের নিকট হতে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়। ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, খুলনা, বরিশাল) কর্তৃক যথাক্রমে (৪১,২৬,৭১০.৬৮ + ১৬,৬৬,২৫৬.৯৫ + ১৪,৪৭,৩৬৭.২৭ + ১৪,৬৭,৪৮১.০১ + ১১,৪৩,০৫৯ + ১১,৬৫,২৮৫.৫৭ + ১১,৮১,৮৪৫.৪৩) টাকাসহ সর্বমোট ১,৩২,৮১,২১১.৫৭ টাকা উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়।

অর্থ আইন, ২০২০ অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ধারা ৫৩ ই (৩) অনুসারে ডিলারদের নিকট হতে বিক্রিত পণ্যের মোট মূল্য $\times ৭\% \times ৫\%$ হারে অর্থাৎ ০.৩৫% হিসেবে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, খুলনা, বরিশাল) কর্তৃক যথাক্রমে (৫৭,৭৭,৩৯৪.৯৫ + ২৩,৩২,৭৫৯.৭৩ + ২০,২৬,৩১৪.১৭ + ২০,৫৪,৪৭৩.৪১ + ১৬,০০,২৮২.৭১ + ১৫,১৬,৪৮২.২২ + ১৬,৩১,৩৯৯.৭৯ + ১৬,৫৪,৫৮৩.৬০) টাকাসহ সর্বমোট ১,৮৫,৯৩,৬৯৫.৫৯ টাকা উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য।

আলোচ্যক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০২০ মোতাবেক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উক্ত সংশোধনী পরিপালন ব্যতীত বিক্রিত পণ্যের মোট মূল্যের উপর (০.৩৫ - ০.২৫) = ০.১০% কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। ফলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (১,৮৫,৯৩,৬৯৫.৫৯ - ১,৩২,৮১,২১১.৫৭) = ৫৩,১২,৪৮৩.০৩ টাকা। ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংযুক্ত ০৪টি চালানের (অনলাইনে যাচাইকৃত) মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৯২,০১০ টাকা জমা করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৫৩,১২,৪৮৩.০৩ - ১৩,৯২,০১০) = ৩৯,২০,৪৭৩ টাকা আদায়যোগ্য [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৪]।

অনিয়মের কারণ:

অর্থ আইন, ২০২০ মোতাবেক সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই (৩) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অর্থ আইন, ২০২০ মোতাবেক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উক্ত সংশোধনী নজরে না আসায় প্রযোজ্য হারের চেয়ে কম হারে অর্থাৎ ০.১০% হারে যে আয়কর কর্তন করা হয়েছে তা ডিলারদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে।
- ৩০/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয় যে, সংযুক্ত ০৪টি চালানের মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৯২,০১০ টাকা জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

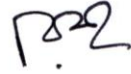
- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অবশিষ্ট আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর অদ্যাবধি সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের (SFI) বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর AIR জারি করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/০২/২০২০. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

রাজস্ব ক্ষতির টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

৫/১০/১৮৪২৯ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ১৯/০১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।


মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
এস এম রেজভী
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট : ০১

অনুচ্ছেদ: ০২

বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

অংকসমূহ টাকায়

ক্র: নং	বিবরণ	নোট নং	২০১৮-১৯ অর্থবছর (৩০-০৬- ২০১৯খ্রি. তারিখের স্থিতি)	২০১৯-২০ অর্থবছর (৩০-০৬- ২০২০খ্রি. তারিখের স্থিতি)	২০২০-২১ অর্থবছর (৩০-০৬-২১খ্রি. তারিখের স্থিতি)	মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ
১	Claims Receivable:		৩,০৬,০০,১৮১	৩,০৬,০০,১৮১	৩,০৬,০০,১৮১	৩,০৬,০০,১৮১
	i) Claims with Shadaran Bima Corporation	N/A	১৭,১৭,২৬৮	১৭,১৭,২৬৮	১৭,১৭,২৬৮	
	ii) Claims with Custom Authority	N/A	২,৮৭,১০,৮০২	২,৮৭,১০,৮০২	২,৮৭,১০,৮০২	
	iii) Claims others	১.০১	১,৭২,১১১	১,৭২,১১১	১,৭২,১১১	
২	Accounts Receivable:		৯,৬৪,১৭,২৯৭	৯,৬৫,৬০,৮১৭	৯,৬২,৬৩,৭৭৪	৯,৬২,৬৩,৭৭৪
	i) Trade Debtors	২.০১	৬,৪৮,৯৪,৮০৮	৬,৪৮,৯৪,৮০৮	৬,৪৮,৯৪,৮০৮	
	ii) Sundry Receivable	২.০২	৩,১৪,৪০,৯৩৯	৩,১৫,৮৪,৪৫৯	৩,১২,৮৭,৪১৬	
	iii) Rent Receivable, Principal Office, Dhaka	২.০২	৮১,৫৫০	৮১,৫৫০	৮১,৫৫০	
	সর্বমোট টাকা =		১২,৭০,১৭,৪৭৮	১২,৭১,৬০,৯৯৮	১২,৬৮,৬৩,৯৫৫	১২,৬৮,৬৩,৯৫৫

কথায়: বারো কোটি আটশত্টি লক্ষ তেঁষট্টি হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

নোট-১.০১

১-(iii) Claims Others: 1,72,111

SL No.	Name	Designation	Loan Sanction Date	Amount (Tk.)	Remarks
1	Mr. Khorshed Alam	Sr. Assistant	01.07.1980	২১,৯৮৪	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব বিবরণী মোতাবেক প্রস্তুত।
2	Mr. Anwar Ali Khan	Sr. Assistant	01.07.1980	২১,৯৮৪	
3	Mr. Shamsul Hoque Howlader	Messenger	01.07.1980	১১,২৩২	
4	Mr. Md. Siddique Ahmed	Driver	01.07.1980	১৪,৪০০	
5	Mr. Md. Shahidullah	Messenger	02.08.1980	১১,২৩২	
6	Mr. Abdul Gafur	Sr. Assistant	06.08.1980	২১,৯৮৪	
7	No Details Found	--	--	৬৯,২৯৫	
Total =				১,৭২,১১১	

বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

নোট-২.০১

২-(i) Trade Debtors: 6,48,94,808

SL No.	Description	Amount (Tk.)	Remarks
	A) Head Office, Dhaka:		
1	Bangladesh Samabaya Marketing Society (1972-74)	৪,৬৬,৬৮,৪৪২	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব বিবরণী মোতাবেক প্রস্তুত।
2	Bangladesh Consumer Suppliers Corporation (Coscor)	১,১৫,৬০,১০১	
3	Bangladesh Samabaya Shilpa Samity (1972-75)	৫৫,৩২,১০৩	
4	Salim & Sons (1975)	৫০,০০০	
5	Salma Traders (1974-75)	৫০,০০০	
	B) Regional Office, Chittagong:		
6	Hardeo Glass Aluminium & Silicate Works Dhaka	৭,০৩,৩০৪	
7	M/s. Karnaphuly Ray & Chemicals Ltd. Chittagong	৩,৩০,৮৫৮	
Total =		৬,৪৮,৯৪,৮০৮	

বকেয়া পাওনা অর্থ দীর্ঘদিন যাবত আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

নোট-২.০২

২-(ii) Sundry Receivable: 3,13,68,966

SL No.	Description	Amount (Tk.)	Remarks
1	Principal Office, Dhaka:		
	PG Margin against PG No.-95/04, dt. 23-12-2007, Export of realissats to India through BFIC Deposited Rupali Bank, TCB Bhaban, Dhaka.	৮,৬০,১৬০	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব বিবরণী মোতাবেক প্রস্তুত।
	Mr. Serajul Islam, Ex. A.E (Cash), P.O, Dhaka	৬,০৪,৩৬২	
	90 Wards	১১,৩৭,০১৭	
	Trust Filling Station, Tejgaon	৫০,০০০	
2	Regional Office, Dhaka	২,৬৭,৪০,৮৭০	
3	Regional Office, Rajshahi	১৮,৯৫,০০৭	
4	Sub-Total (1+2+3) =	৩,১২,৮৭,৪১৬	
5	Rent Receivable, Principal Office, Dhaka	৮১,৫৫০	
Total (4+5) =		৩,১৩,৬৮,৯৬৬	

পরিশিষ্ট : ০২

অনুচ্ছেদ : ০৩

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে সংস্থার তহবিলে জমা রাখায়
সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছর (৩০-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখের স্থিতি)	২০১৯-২০ অর্থবছর (৩০-০৬-২০ খ্রি. তারিখের স্থিতি)	২০২০-২১ অর্থবছর (৩০-০৬-২১ খ্রি. তারিখের স্থিতি)
১	Investment as FDR	১৯৬৩৩২৭৯৮৯	০	০
২	TCB Depreciation Fund	০	৩৯১০৯২৫৪১	৪১১৯৮৮৪৯৩
৩	TCB Loan Fund	০	১৬৮৫৫২৯৭১	১৭৫৬৮৪৫৯২
৪	Cash and Cash Equivalents	১৩১৫৬০৪৮	১১৯৮৭৮৩৫৭৮	১৪১৪১২১২৬৪
৫	চলতি বছরের পরিচালন ব্যয়সহ সকল ব্যয় বাদ দেওয়ার পর সর্বমোট ব্যাংক জমার উদ্ভূত (১+২+৩+৪)	১৯৭৬৪৮৪০৩৭	১৭৫৮৪২৯০৯০	২০০১৭৯৪৩৪৯
৬	Management Expenses	২৩৭৬৬৩১৩৩	২৬৪৩৬১০৯৬	৩৭৬৭৯০১৮৮
৭	আপেক্ষালীন ব্যয় নির্বাহের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ, যাহা বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের ২৫% =	৫৯৪১৫৭৮৩	৬৬০৯০২৭৪	৯৪১৯৭৫৪৭
উদ্ভূত টাকা (৫-৭) =		১৯১৭০৬৮২৫৪	১৬৯২৩৩৮৮১৬	১৯০৭৫৯৬৮০২

কথায়: একশত নব্বই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশত দুই টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৫

সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ (টাকায়)	কর্তনকৃত উৎসে ভ্যাট (টাকায়)	কর্তনযোগ্য উৎসে ভ্যাটের হার ৭.৫% (টাকায়)	উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ক্ষতির পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৭.৫\%$	$৬ = (৫ - ৪)$	৭
১	২০১৯-২০২০	৫,৪৭৬,৪৭৫,৭৬২	০	৪১০,৭৩৫,৬৮২	৪১০,৭৩৫,৬৮২	
২	২০২০-২০২১	৬,৩৬১,৩২৮,৯৬৪	০	৪৭৭,০৯৯,৬৭২	৪৭৭,০৯৯,৬৭২	
মোট =		১১,৮৩৭,৮০৪,৭২৬	০	৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪	৮৮,৭৮,৩৫,৩৫৪	

কথায়: আটশি কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত চুয়ান্ন টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট : ০৩(ক)
অনুচ্ছেদ : ০৫

সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	পণ্যের নাম	অর্থবছর	সরবরাহকারীর নাম	চুক্তির নং ও তারিখ	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ (টাকায়)	কর্তনকৃত উৎসে ভ্যাটের পরিমাণ (টাকায়)	কর্তনযোগ্য উৎসে ভ্যাটের হার ৭.৫% (টাকায়)	উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ক্ষতি (টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ = ৬ X ৭.৫%	৯ = (৮ - ৭)	১০
১	মশুর ডাল	২০১৯- ২০২০	সিটি অটো রাইচ এন্ড ডাল মিল লিঃ	২৭৩৫/২০২০, তাং ২১/০১/২০২০	৫২,০০০,০০০	০	৩,৯০০,০০০	৩,৯০০,০০০	
২	মশুর ডাল	২০১৯- ২০২০	শবনব ভেজিটেবল ওয়েল ইন্ডাঃ লিঃ	২৭৩৯/২০২০, তাং ০৩/০৩/২০২০	৮২,৪৩৮,০৭৬	০	৬,১৮২,৮৫৬	৬,১৮২,৮৫৬	
৩	মশুর ডাল	২০১৯- ২০২০	সিটি ইডিবল ওয়েল লিঃ	২৭০৬/২০১৯, তাং ২৭/১১/২০১৯	৩৮,৬২৪,২৫০	০	২,৮৯৬,৮১৯	২,৮৯৬,৮১৯	
৪	সয়াবিন তেল	২০১৯- ২০২০	সেনা ইডিবল ওয়েল লিঃ	২৬৯২/২০১৯, তাং ২৯/০৯/২০১৯	১২৫,৬২৩,৭৮৩	০	৯,৪২১,৭৮৪	৯,৪২১,৭৮৪	
৫	চিনি	২০১৯- ২০২০	সিটি সুগার ইন্ডাঃ লিঃ	২৭৩৪/২০২০, তাং ২১/০১/২০২০	১৪৭,৪৯৪,১০০	০	১১,০৬২,০৫৮	১১,০৬২,০৫৮	
৬	চিনি	২০১৯- ২০২০	সিটি সুগার ইন্ডাঃ লিঃ	২৭৪০/২০২০, তাং ০৩/০৩/২০২০	১,৫৩১,২১০,১৮৮	০	১১৪,৮৪০,৭৬৪	১১৪,৮৪০,৭৬৪	
৭	সয়াবিন তেল	২০১৯- ২০২০	সিটি ইডিবল ওয়েল লিঃ	২৭৪৪/২০২০, তাং ২৪/০৩/২০২০	৩৯৬,৫৭৩,৩৫০	০	২৯,৭৪৩,০০১	২৯,৭৪৩,০০১	
৮	সয়াবিন তেল	২০১৯- ২০২০	বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোঃ লিঃ	২৭৩৭/২০২০, তাং ০৩/০৩/২০২০	১,৪৮৫,৩৫৫,৯৩৭	০	১১১,৪০১,৬৯৫	১১১,৪০১,৬৯৫	
৯	সয়াবিন তেল	২০১৯- ২০২০	বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোঃ লিঃ	২৭৩১/২০২০, তাং ২১/০১/২০২০	১২৮,৮৮২,৪৮৮	০	৯,৬৬৬,১৮৭	৯,৬৬৬,১৮৭	
১০	সয়াবিন তেল	২০১৯- ২০২০	সুপার ওয়েল রিফাইনারী লিঃ	২৭৩৬/২০২০, তাং ০৩/০৩/২০২০	১,৪৮৮,২৭৩,৫৯১	০	১১১,৬২০,৫১৯	১১১,৬২০,৫১৯	
মোট =					৫,৪৭৬,৪৭৫,৭৬২	০	৪১০,৭৩৫,৬৮২	৪১০,৭৩৫,৬৮২	

পরিশিষ্ট : ০৩(খ)

অনুচ্ছেদ : ০৫

সরবরাহকারীর নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	পণ্যের নাম	অর্থবছর	সরবরাহকারীর নাম	চুক্তির নং ও তারিখ	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ (টাকায়)	কর্তনকৃত উৎসে ভ্যাটের পরিমাণ (টাকায়)	কর্তনযোগ্য উৎসে ভ্যাটের হার ৭.৫% (টাকায়)	উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ক্ষতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ = ৬ X ৭.৫%	৯ = (৮ - ৭)
১	চিনি	২০২০-২০২১	মেঘনা সুগার রিফাইনারী লিঃ	০২৯/২০-২১, তাং- ০২/১২/২০২০	১৪৯,৯০১,৯৭৮	০	১১,২৪২,৬৪৮	১১,২৪২,৬৪৮
২	সোয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রাইভেট লিঃ	০১৬/২০২০-২১, তাং- ০৬/১২/২০	৪৭৫,৩৪২,৭৪৬	০	৩৫,৬৫০,৭০৬	৩৫,৬৫০,৭০৬
৩	চিনি	২০২০-২০২১	মেঘনা সুগার রিফাইনারী লিঃ	০২/২০২০-২১, তাং-১০/০৮/২০২০	৩৮৯,৭৫১,৬৪৮	০	২৯,২৩১,৩৭৩	২৯,২৩১,৩৭৩
৪	চিনি	২০২০-২০২১	সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	০৪৮/২০২০-২১, তাং- ০৭/০৪/২১	৪৫৭,৬৫৬,৭৩১	০	৩৪,৩২৪,২৫৫	৩৪,৩২৪,২৫৫
৫	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রাইভেট লিঃ	০৫০/২০২০-২১, তাং- ০৪/০৪/২১	৪৩৩,৯৯৩,১৮০	০	৩২,৫৪৯,৪৮৯	৩২,৫৪৯,৪৮৯
৬	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	সিটি ইন্ডিয়াল ওয়েল লিঃ	০৪৯/২০২০-২১, তাং- ৩১/০৩/২১	৪৩৩,৯৮২,১৪৪	০	৩২,৫৪৮,৬৬১	৩২,৫৪৮,৬৬১
৭	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	মেঘনা এডিবল ওয়েল লিঃ	০৪২/২০২০-২১, তাং- ০৯/০২/২১	৪৭৯,৩৯৩,৫২৭	০	৩৫,৯৫৪,৫১৪	৩৫,৯৫৪,৫১৪
৮	ডাল	২০২০-২০২১	সিটি অটো রাইচ এন্ড ডাল মিল লিঃ	০০১/২০২০-২১, তাং- ৩০/০৭/২০	১৯২,৫৭৭,৫৮১	০	১৪,৪৪৩,৩১৯	১৪,৪৪৩,৩১৯
৯	চিনি	২০২০-২০২১	মেঘনা সুগার রিফাইনারী লিঃ	০০২/২০-২১, তাং- ১০/০৮/২১	৩৮৯,৭৫১,৬৪৮	০	২৯,২৩১,৩৭৩	২৯,২৩১,৩৭৩
১০	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	সিটি ইন্ডিয়াল ওয়েল লিঃ	০৩২/২০-২১, তাং- ১৭/০১/২১	৪৭৫,৩৪২,৭৪৫	০	৩৫,৬৫০,৭০৫	৩৫,৬৫০,৭০৫
১১	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রাইভেট লিঃ	২৮/২০২০-২১, তাং- ০১/১২/২০	২৬৬,২৪০,২৭০	০	১৯,৯৬৮,০২০	১৯,৯৬৮,০২০
১২	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	সোবাহান ভেজিটেবল ওয়েল ইন্ডাঃ লিমিটেড	০১০/২০২০-২১, তাং- ২৩/০৯/২০	১৯১,১৯০,০০০	০	১৪,৩৩৯,২৫০	১৪,৩৩৯,২৫০
১৩	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	সুপার ওয়েল রিফাইনারী লিঃ	৪৭/২০-২১, তাং- ৩১/০৩/২১	৪৩৩,৮৯৭,৩২৮	০	৩২,৫৪২,৩০০	৩২,৫৪২,৩০০
১৪	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	আলম ভেজিটেবল ওয়েল লিঃ	৫৪/২০-২১, তাং- ২৮/০৪/২১	২৯০,৩৪২,০৩৪	০	২১,৭৭৫,৬৫৩	২১,৭৭৫,৬৫৩
১৫	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	সুপার ওয়েল রিফাইনারী লিঃ	০৫২/২০-২১, তাং- ০৪/০৪/২১	৪৩৩,৯৯০,৮২৪	০	৩২,৫৪৯,৩১২	৩২,৫৪৯,৩১২
১৬	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	সিটি ইন্ডিয়াল ওয়েল লিঃ	৫৩/২০-২১, তাং- ০৭/০৪/২১	৪৩৩,৯৮৯,০৮৮	০	৩২,৫৪৯,১৮২	৩২,৫৪৯,১৮২
১৭	সয়াবিন তেল	২০২০-২০২১	বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রাইভেট লিঃ	৪৬/২০-২১, তাং- ২২/০৩/২১	৪৩৩,৯৮৫,৪৯২	০	৩২,৫৪৮,৯১২	৩২,৫৪৮,৯১২
মোট =					৬,৩৬১,৩২৮,৯৬৪	০	৪৭৭,০৯৯,৬৭২	৪৭৭,০৯৯,৬৭২

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	আঞ্চলিক/ক্যাম্প অফিসের নাম	অর্থবছর	ডিলারদের নিকট হতে আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়/০.২৫% হারে)	ডিলারদের নিকট হতে আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়/০.৩৫% হারে)	ডিলারদের নিকট হতে উৎসে আয়কর কম আদায়ের পরিমাণ (টাকায়/০.১০%)
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৫-৪)
১	আঞ্চলিক কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।	২০২০-২০২১	৪,১২৬,৭১১	৫,৭৭৭,৩৯৫	১,৬৫০,৬৮৪
২	আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।		১,৬৬৬,২৫৭	২,৩৩২,৭৬০	৬৬৬,৫০৩
৩	ক্যাম্প অফিস, কুমিল্লা।		১,৪৪৭,৩৬৭	২,০২৬,৩১৪	৫৭৮,৯৪৭
৪	আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ।		১,৪৬৭,৪৮১	২,০৫৪,৪৭৩	৫৮৬,৯৯২
৫	আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী।		১,১৪৩,০৫৯	১,৬০০,২৮৩	৪৫৭,২২৪
৬	ক্যাম্প অফিস, ঝিনাইদহ।		১,০৮৩,২০২	১,৫১৬,৪৮২	৪৩৩,২৮১
৭	আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।		১,১৬৫,২৮৬	১,৬৩১,৪০০	৪৬৬,১১৪
৮	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল।		১,১৮১,৮৪৫	১,৬৫৪,৫৮৪	৪৭২,৭৩৮
সর্বমোট =			১৩,২৮১,২০৮	১৮,৫৯৩,৬৯১	৫৩,১২,৪৮৩

কথায়: তিপাল্ল লক্ষ বারো হাজার চারশত তিরিশি টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৪(ক)

অনুচ্ছেদ: ০৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: আঞ্চলিক কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭-৫)$
১	জুলাই/২০২০	৭৯,৯২৬,০০০	০.২৫%	১৯৯,৮১৫	০.৩৫%	২৭৯,৭৪১	৭৯,৯২৬
২	আগষ্ট/২০২০	৫০,৪৮১,৯০০		১২৬,২০৫		১৭৬,৬৮৭	৫০,৪৮২
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	১০৪,৮০৮,৪৫০		২৬২,০২১		৩৬৬,৮৩০	১০৪,৮০৮
৪	অক্টোবর/২০২০	৬৮,৯৮০,৫০০		১৭২,৪৫১		২৪১,৪৩২	৬৮,৯৮১
৫	নভেম্বর/২০২০	৯৬,২৫৭,৪০০		২৪০,৬৪৪		৩৩৬,৯০১	৯৬,২৫৭
৬	ডিসেম্বর/২০২০	১০৩,৭৪৩,০০৫		২৫৯,৩৫৮		৩৬৩,১০১	১০৩,৭৪৩
৭	জানুয়ারি/২০২১	৬৪,৮৩৫,০৬৭		১৬২,০৮৮		২২৬,৯২৩	৬৪,৮৩৫
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	৭০,৬৯৬,১০০		১৭৬,৭৪০		২৪৭,৪৩৬	৭০,৬৯৬
৯	মার্চ/২০২১	১৯২,৫৪৪,২৫০		৪৮১,৩৬১		৬৭৩,৯০৫	১৯২,৫৪৪
১০	এপ্রিল/২০২১	৫৫৪,২৭০,১০০		১,৩৮৫,৬৭৫		১,৯৩৯,৯৪৫	৫৫৪,২৭০
১১	মে/২০২১	১০৭,২২৩,৮০০		২৬৮,০৬০		৩৭৫,২৮৩	১০৭,২২৪
১২	জুন/২০২১	১৫৬,৯১৭,৭০০		৩৯২,২৯৪		৫৪৯,২১২	১৫৬,৯১৮
মোট =		১,৬৫০,৬৮৪,২৭২		৪,১২৬,৭১১		৫,৭৭৭,৩৯৫	১৬,৫০,৬৮৪

কথায়ঃ ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত চুরাশি টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট : ০৪(খ)

অনুচ্ছেদ : ০৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭-৫)$
১	জুলাই/২০২০	৩২,০৮৮,৩৫০	০.২৫%	৮০,২২১	০.৩৫%	১১২,৩০৯	৩২,০৮৮
২	আগষ্ট/২০২০	২০,৬৪৪,৫০০		৫১,৬১১		৭২,২৫৬	২০,৬৪৫
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	৩৪,১৯৫,৩০০		৮৫,৪৮৮		১১৯,৬৮৪	৩৪,১৯৫
৪	অক্টোবর/২০২০	২৭,২০৪,১০০		৬৮,০১০		৯৫,২১৪	২৭,২০৪
৫	নভেম্বর/২০২০	৩৮,৬৯১,৭০০		৯৬,৭২৯		১৩৫,৪২১	৩৮,৬৯২
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৪২,৮৮৫,৮০০		১০৭,২১৫		১৫০,১০০	৪২,৮৮৬
৭	জানুয়ারি/২০২১	৩৮,২২৮,৯০০		৯৫,৫৭২		১৩৩,৮০১	৩৮,২২৯
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	২৫,১০৯,০৮০		৬২,৭৭৩		৮৭,৮৮২	২৫,১০৯
৯	মার্চ/২০২১	৬৫,০৪২,৪৯০		১৬২,৬০৬		২২৭,৬৪৯	৬৫,০৪২
১০	এপ্রিল/২০২১	২১৯,৪০৯,১৬০		৫৪৮,৫২৩		৭৬৭,৯৩২	২১৯,৪০৯
১১	মে/২০২১	৫৬,০৩৫,৬০০		১৪০,০৮৯		১৯৬,১২৫	৫৬,০৩৬
১২	জুন/২০২১	৬৬,৯৬৭,৮০০		১৬৭,৪২০		২৩৪,৩৮৭	৬৬,৯৬৮
মোট =		৬৬৬,৫০২,৭৮০		১,৬৬৬,২৫৭		২,৩৩২,৭৬০	৬,৬৬,৫০৩

কথায়ঃ ছয় লক্ষ ছেষাট্টি হাজার পাঁচশত তিন টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট: ০৪ (গ)

অনুচ্ছেদ: ০৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: ক্যাম্প অফিস, কুমিল্লা।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭ - ৫)$
১	জুলাই/২০২০	৩৫,৮২৬,১৫০	০.২৫%	৮৯,৫৬৫	০.৩৫%	১২৫,৩৯২	৩৫,৮২৬
২	আগষ্ট/২০২০	২২,০৯৭,১০০		৫৫,২৪৩		৭৭,৩৪০	২২,০৯৭
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	২৯,৫৯৮,৭০০		৭৩,৯৯৭		১০৩,৫৯৫	২৯,৫৯৯
৪	অক্টোবর/২০২০	২৪,৫৭৫,৬৮৬		৬১,৪৩৯		৮৬,০১৫	২৪,৫৭৬
৫	নভেম্বর/২০২০	৩৫,৩৫৯,৮৮০		৮৮,৪০০		১২৩,৭৬০	৩৫,৩৬০
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৪৪,৯১৩,৩৬৭		১১২,২৮৩		১৫৭,১৯৭	৪৪,৯১৩
৭	জানুয়ারি/২০২১	৪৬,৪২৫,৯৮০		১১৬,০৬৫		১৬২,৪৯১	৪৬,৪২৬
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	৩৪,০২৩,৬৯৫		৮৫,০৫৯		১১৯,০৮৩	৩৪,০২৪
৯	মার্চ/২০২১	৫১,৭৭৯,৭৮০		১২৯,৪৪৯		১৮১,২২৯	৫১,৭৮০
১০	এপ্রিল/২০২১	১৬৩,৫২৬,৯৬৯		৪০৮,৮১৭		৫৭২,৩৪৪	১৬৩,৫২৭
১১	মে/২০২১	৪৫,৬৯৪,২০০		১১৪,২৩৬		১৫৯,৯৩০	৪৫,৬৯৪
১২	জুন/২০২১	৪৫,১২৫,৪০০		১১২,৮১৪		১৫৭,৯৩৯	৪৫,১২৫
মোট =		৫৭৮,৯৪৬,৯০৭		১,৪৪৭,৩৬৭		২,০২৬,৩১৪	৫,৭৮,৯৪৭

কথায়ঃ পাঁচ লক্ষ আটাত্তর হাজার নয়শত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট : ০৪(ঘ)

অনুচ্ছেদ: ০৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭ - ৫)$
১	জুলাই/২০২০	৩৯,২৯১,৩৫০	০.২৫%	৯৮,২২৮	০.৩৫%	১৩৭,৫২০	৩৯,২৯১
২	আগষ্ট/২০২০	২৪,৩৭৮,০০০		৬০,৯৪৫		৮৫,৩২৩	২৪,৩৭৮
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	৩১,০৪১,০০০		৭৭,৬০৩		১০৮,৬৪৪	৩১,০৪১
৪	অক্টোবর/২০২০	২৬,৯১২,৭০০		৬৭,২৮২		৯৪,১৯৪	২৬,৯১৩
৫	নভেম্বর/২০২০	৩২,৮১৭,৯০০		৮২,০৪৫		১১৪,৮৬৩	৩২,৮১৮
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৪২,৪২১,৫০০		১০৬,০৫৪		১৪৮,৪৭৫	৪২,৪২২
৭	জানুয়ারি/২০২১	২৪,১৩৫,১৫৯		৬০,৩৩৮		৮৪,৪৭৩	২৪,১৩৫
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	১১,০৩৫,৮০০		২৭,৫৯০		৩৮,৬২৫	১১,০৩৬
৯	মার্চ/২০২১	৫৩,৭২৭,৪৩০		১৩৪,৩১৯		১৮৮,০৪৬	৫৩,৭২৭
১০	এপ্রিল/২০২১	২০০,৬০৪,৩৩৫		৫০১,৫১১		৭০২,১১৫	২০০,৬০৪
১১	মে/২০২১	৫১,১২৬,৬৩০		১২৭,৮১৭		১৭৮,৯৪৩	৫১,১২৭
১২	জুন/২০২১	৪৯,৫০০,৬০০		১২৩,৭৫২		১৭৩,২৫২	৪৯,৫০১
মোট =		৫৮৬,৯৯২,৪০৪		১,৪৬৭,৪৮১		২,০৫৪,৪৭৩	৫,৮৬,৯৯২

কথায়ঃ পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শত বিরানব্বই টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট : ০৪(ঙ)

অনুচ্ছেদ: ০৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭ - ৫)$
১	জুলাই/২০২০	২৫,৬৯২,২৫০	০.২৫%	৬৪,২৩১	০.৩৫%	৮৯,৯২৩	২৫,৬৯২
২	আগষ্ট/২০২০	১৬,৯৭১,০০০		৪২,৪২৮		৫৯,৩৯৯	১৬,৯৭১
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	২৯,৯১৬,২০০		৭৪,৭৯১		১০৪,৭০৭	২৯,৯১৬
৪	অক্টোবর/২০২০	২৯,৮৩৪,৬০০		৭৪,৫৮৭		১০৪,৪২১	২৯,৮৩৫
৫	নভেম্বর/২০২০	১৭,৭৭৯,০০০		৪৪,৪৪৮		৬২,২২৭	১৭,৭৭৯
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৩৬,২৬৯,৭৮৬		৯০,৬৭৪		১২৬,৯৪৪	৩৬,২৭০
৭	জানুয়ারি/২০২১	৩৩,৯৮৮,২৬৫		৮৪,৯৭১		১১৮,৯৫৯	৩৩,৯৮৮
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	২০,৬৮৩,৮১২		৫১,৭১০		৭২,৩৯৩	২০,৬৮৪
৯	মার্চ/২০২১	৪১,৯৩৬,৮০৩		১০৪,৮৪২		১৪৬,৭৭৯	৪১,৯৩৭
১০	এপ্রিল/২০২১	১৩৬,৫৫৪,৮৬৬		৩৪১,৩৮৭		৪৭৭,৯৪২	১৩৬,৫৫৫
১১	মে/২০২১	৩১,৮৫৬,৫৫০		৭৯,৬৪১		১১১,৪৯৮	৩১,৮৫৭
১২	জুন/২০২১	৩৫,৭৪০,৫০০		৮৯,৩৫১		১২৫,০৯২	৩৫,৭৪১
মোট =		৪৫৭,২২৩,৬৩২		১,১৪৩,০৫৯		১,৬০০,২৮৩	৪৫৭,২২৪

কথায়ঃ চার লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত ছব্বিশ টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট নং:০৪ (চ)

অনুচ্ছেদ নং: ৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: ক্যাম্প অফিস, বিনাইদহ।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭ - ৫)$
১	জুলাই/২০২০	৩৩,২৬৫,৯৫০	০.২৫%	৮৩,১৬৫	০.৩৫%	১১৬,৪৩১	৩৩,২৬৬
২	আগষ্ট/২০২০	২০,৫৮০,৯০০		৫১,৪৫২		৭২,০৩৩	২০,৫৮১
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	২৯,৮২১,৮২০		৭৪,৫৫৫		১০৪,৩৭৬	২৯,৮২২
৪	অক্টোবর/২০২০	২৫,২৬৮,৩৭৫		৬৩,১৭১		৮৮,৪৩৯	২৫,২৬৮
৫	নভেম্বর/২০২০	২৯,৬৭০,৯৭৫		৭৪,১৭৭		১০৩,৮৪৮	২৯,৬৭১
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৩০,৮৩৩,২৩৪		৭৭,০৮৩		১০৭,৯১৬	৩০,৮৩৩
৭	জানুয়ারি/২০২১	১৬,৯৯০,৪০৯		৪২,৪৭৬		৫৯,৪৬৬	১৬,৯৯০
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	১৪,২৬৯,৫৫১		৩৫,৬৭৪		৪৯,৯৪৩	১৪,২৭০
৯	মার্চ/২০২১	৩৮,৭৫৮,৬৯৪		৯৬,৮৯৭		১৩৫,৬৫৫	৩৮,৭৫৯
১০	এপ্রিল/২০২১	১২৬,০৮৬,৫২৬		৩১৫,২১৬		৪৪১,৩০৩	১২৬,০৮৭
১১	মে/২০২১	৩৮,০১৮,৫০০		৯৫,০৪৬		১৩৩,০৬৫	৩৮,০১৯
১২	জুন/২০২১	২৯,৭১৫,৭০০		৭৪,২৮৯		১০৪,০০৫	২৯,৭১৬
মোট =		৪৩৩,২৮০,৬৩৪		১,০৮৩,২০২		১,৫১৬,৪৮২	৪,৩৩,২৮১

কথায়ঃ চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত একাশি টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট নং:০৪ (ছ)

অনুচ্ছেদ নং: ৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্যকৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭ - ৫)$
১	জুলাই/২০২০	৩২,৩০১,২৫০	০.২৫%	৮০,৭৫৩	০.৩৫%	১১৩,০৫৪	৩২,৩০১
২	আগস্ট/২০২০	২২,১৪৪,৮০০		৫৫,৩৬২		৭৭,৫০৭	২২,১৪৫
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	২৫,৫০৫,২০০		৬৩,৭৬৩		৮৯,২৬৮	২৫,৫০৫
৪	অক্টোবর/২০২০	২৪,৭৯৮,৬১২		৬১,৯৯৭		৮৬,৭৯৫	২৪,৭৯৯
৫	নভেম্বর/২০২০	৩০,০৬১,২০০		৭৫,১৫৩		১০৫,২১৪	৩০,০৬১
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৩২,৮৭৮,৯০০		৮২,১৯৭		১১৫,০৭৬	৩২,৮৭৯
৭	জানুয়ারি/২০২১	১৬,৮৩৫,৭০০		৪২,০৮৯		৫৮,৯২৫	১৬,৮৩৬
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	১৯,৪৪৬,৪৪০		৪৮,৬১৬		৬৮,০৬৩	১৯,৪৪৬
৯	মার্চ/২০২১	৪৬,৭৮৯,৩৯০		১১৬,৯৭৩		১৬৩,৭৬৩	৪৬,৭৮৯
১০	এপ্রিল/২০২১	১৪১,৩১৪,৪৩৫		৩৫৩,২৮৬		৪৯৪,৬০১	১৪১,৩১৪
১১	মে/২০২১	৩৪,৭৮৭,৮০০		৮৬,৯৭০		১২১,৭৫৭	৩৪,৭৮৮
১২	জুন/২০২১	৩৯,২৫০,৫০০		৯৮,১২৬		১৩৭,৩৭৭	৩৯,২৫১
মোট =		৪৬৬,১১৪,২২৭		১,১৬৫,২৮৬		১,৬৩১,৪০০	৪,৬৬,১১৪

কথায়ঃ চার লক্ষ ছেষাট্টি হাজার একশত চৌদ্দ টাকা মাত্র।

পরিশিষ্ট নং:০৪ (জ)

অনুচ্ছেদ নং: ৬

কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

অফিসের নাম: আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল।

ক্রঃ নং	মাসের নাম	বিক্রিত পণ্যের মূল্য (টাকায়)	বিক্রয় মূল্যের উপর আদায়কৃত উৎসে আয়করের শতকরা হার	আদায়কৃত উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের হার	আদায়যোগ্য উৎসে আয়করের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়যোগ্য উৎসে আয়কর হতে কম আদায় (টাকায়)
১	২	৩	৪	$৫ = ৩ \times ৪$	৬	$৭ = ৩ \times ৬$	$৮ = (৭-৫)$
১	জুলাই/২০২০	২৫,৭৮৪,৪৫০	০.২৫%	৬৪,৪৬১	০.৩৫%	৯০,২৪৬	২৫,৭৮৪
২	আগস্ট/২০২০	১৭,৫৮০,৩০০		৪৩,৯৫১		৬১,৫৩১	১৭,৫৮০
৩	সেপ্টেম্বর/২০২০	২৬,৬৭৩,৫০০		৬৬,৬৮৪		৯৩,৩৫৭	২৬,৬৭৪
৪	অক্টোবর/২০২০	২১,৬৩৭,৩৪৫		৫৪,০৯৩		৭৫,৭৩১	২১,৬৩৭
৫	নভেম্বর/২০২০	২৮,২৭২,২৪৬		৭০,৬৮১		৯৮,৯৫৩	২৮,২৭২
৬	ডিসেম্বর/২০২০	৪২,৭৯৯,৬০০		১০৬,৯৯৯		১৪৯,৭৯৯	৪২,৮০০
৭	জানুয়ারি/২০২১	৩১,১৩১,০৪৪		৭৭,৮২৮		১০৮,৯৫৯	৩১,১৩১
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২১	১২,৩৯৬,৬৭৪		৩০,৯৯২		৪৩,৩৮৮	১২,৩৯৭
৯	মার্চ/২০২১	৩৯,৬৩৬,৭১৭		৯৯,০৯২		১৩৮,৭২৯	৩৯,৬৩৭
১০	এপ্রিল/২০২১	১৫০,৩৯০,৫৯৪		৩৭৫,৯৭৭		৫২৬,৩৬৭	১৫০,৩৯১
১১	মে/২০২১	৪০,৫৫৬,৬০০		১০১,৩৯২		১৪১,৯৪৮	৪০,৫৫৭
১২	জুন/২০২১	৩৫,৮৭৯,১০০		৮৯,৬৯৮		১২৫,৫৭৭	৩৫,৮৭৯
মোট =		৪৭২,৭৩৮,১৭০		১,১৮১,৮৪৮		১,৬৫৪,৫৮৫	৪,৭২,৭৩৯

কথায়ঃ চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ঊনচল্লিশ টাকা মাত্র।

তারিখঃ ০১/০১/২০২১ বঙ্গাব্দ
০১/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৪২
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
এস এম রেজভী
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।